দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩....

সমস্যায় জর্জরিত খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ

খাগড়াছড়ি থেকে এইচ এম প্রফুল্ল

॥ শিক্ষক স্বল্পতা, কর্মচারী সংকট ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ-এর স্বাভাবিক কার্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে।' বিধি মোতাবেক ফি মাসে সমস্যার প্রতিকার চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হলেও সুরাহা আজও মেলেনি। বর্তমানে কলেজে ৪৪টি সৃষ্টপদের বিপরীতে দায়িত্ব পালন করছেন ২৩ জন শিক্ষক, যা ন্যায্য লোকবলের অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশী। ফলে কলেজের শিক্ষা ও পাঠদান কার্যক্রম প্রত্যাশিত গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে প্রতিনিয়ত। জানা গেছে, কলেজ কার্যালয়ের প্রধান সহকারী, হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার, ক্যাটালগার এবং লাইব্রেরিয়ান পদগুলোও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এ অবস্থায় কলেজের সিংহভাগ দাপ্তরিক কাজকর্ম শিক্ষকদেরই করতে হচ্ছে। কলেজ লাইব্রেরীতে প্রচুর বই থাকলেও গ্রন্থাগারিক না থাকায় শিক্ষার্থীদের সহ পাঠক্রমিক জ্ঞানার্জনে ভাটা পড়তে বসেছে। সচেতন অভিভাবকরা জানিয়েছেন, জেলা শহরের একমাত্র সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও প্রতিষ্ঠানটির প্রতি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ সুনজর দিচ্ছেন না অনেকদিন যাবৎ। জেলার অপর একটি সরকারী কলেজে বিএসসি (পাস) কোর্স চালু হলেও খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে সরকারীকরণের দু'দশক পরও তা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রতি বছর জেলার প্রচুর শিক্ষার্থীকে বিএসসি (পাস) কোর্সে পড়ার জন্য জেলার বাইরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। স্থানীয় শিক্ষাবিদরা মত ব্যক্ত করেছেন, এর ফলে অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নিম্নবিত্ত ও নারীদের বিজ্ঞান শাখায় পড়ার আগ্রহ কমছে ক্রমশ। খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ আল মামুন জাহাঙ্গীর জানান, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পাঠদানের চাপ তো আছেই, এমনকি শিক্ষকরা ব্যক্তি-পারিবারিক প্রয়োজনে ছুটিও নিতে পারছে না। তারপরও এবারকার এইচএসসি ফলাফলে এবং অষ্টম জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কলেজটি প্রত্যাশিত স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ কলেজে বাংলায় আছেন মাত্র ১ জন শিক্ষক। এছাড়া ইংরেজী, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে প্রতিটিতে ৪ জনের স্থলে ২ জন শিক্ষক পাঠদানে হিমশিম খাচ্ছেন। অন্য সব বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যা আরো নাজুক। এছাড়া কলেজের বাহ্যিক পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ক্ষুণ্ন করছে।